AKASHVANI(Kolkata)
Regional News Unit

Date: 13/12/2025 **Time: 1:40 PM**

<u>বিশেষ বিশেষ খবর –</u>

১) বিশ্ব ফুটবলের মহাতারকা লিওনেল মেসিকে কলকাতা সফরকে কেন্দ্র করে তুমুল বিশৃঙ্খলা। #মেসিকে এক ঝলক দেখার জন্য যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত উত্তেজিত জনতা ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে লাঠি চালাতে হয়। নির্ধারিত সময়ের আগেই মাঠ ছাড়তে হয় মেসিকে। # এই ঘটনার তদন্তের জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

২) সংসদে জঙ্গি হামলার ২৫ বছরে দেশবাসী আজ শহীদদের স্মরণ করছে। #শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী।

৩) এস আই আর প্রক্রিয়ায় রাজ্যে ৫৮ লক্ষের বেশি ফর্ম আন কালেক্টেবল বা অগ্রহণযোগ্য বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রায় ১-শো শতাংশ ভোটারের তথ্য কমিশনের হাতে পৌঁছেছে।

৪) বিএলও এবং অন্যান্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে চিঠি পাঠিয়েছে।

৫) নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আরও সময় চাইল শিক্ষা দফতর।

****

মেসির কলকাতায় আগমনকে কেন্দ্র করে ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে হলেও সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তীব্র বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ১৪ বছর পর গতকাল গভীর রাতে বিমানবন্দর নামেন মেসি। মেসির সঙ্গে ছিলেন দীর্ঘ দিনের সতীর্থ এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু লুইস সুয়ারেজ় এবং রদ্রিগো ডি'পল। বেরিয়ে মেসি সোজা চলে যান তাঁর হোটেলে। সেখানে মেসিকে স্বাগত জানানোর জন্য তাঁর অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। হোটেল থেকেই লেক টাউনে তার মূর্তির উদ্বোধন করেন মেসি।

মেসি যুবভারতীতে প্রবেশের পর তাকে দেখতে পাওয়া না নিয়ে দর্শকদের একাংশের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ তৈরি হয়। বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় মাঠে। আজ সকাল ১১.৩০ মিনিটে যুবভারতীর মাঠে ঢোকে মেসির গাড়ি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ় এবং রদ্রিগো ডি'পল। ফুটবলপ্রেমীদের উন্মাদনা দেখে উচ্ছ্বসিত দেখায় মেসিকে। তবে গাড়ি থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু মানুষ ঘিরে ধরেন তাঁকে। ফলে গ্যালারি থেকে প্রায় ২০ মিনিট মেসিকে দেখাই যায়নি। এক সময় ক্ষুব্ধ ফুটবলপ্রেমীরা 'উই ওয়ান্ট মেসি' স্লোগান দিতে শুরু করেন। মোটা

টাকায় টিকিট কেটে গিয়েও প্রিয় তারকাকে দেখতে না-পাওয়ায় গ্যালারি থেকে বোতল ছোঁড়া হয়, চেয়ার ভেঙে মাঠে ফেলা হয়। ফেন্সিংয়ের গেট ভেঙে শয়ে শয়ে দর্শক ঢুকে পড়েন মাঠে। পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাঁদের ফেরানোর চেষ্টা করলেও তা সফল হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং প্রধান আয়োজক শতদ্রু দত্তকে মাইক্রোফোনে ঘোষণা করতে হয়। তাতেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়নি।

এরই মধ্যে মেসি মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলারদের ও ডায়মন্ডহারবার এফসি-র ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১১.৫২ মিনিটে মেসিকে বার করে নিয়ে যাওয়া হয়।

****

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের বিশৃঙ্খলার তদন্তের জন্য বিচারপতি অসীম কুমার রায়ের সভাপতিত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। ওই তদন্ত কমিটিতে মুখ্য সচিব এবং পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সমাজ মাধমে এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন এই চরম বিশৃঙ্খলায় তিনি ভীষণভাবে ব্যথিত হয়েছেন। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য লিওনেল মেসির কাছে এবং সমস্ত ফুটবল প্রেমির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তিনিও ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তবে বিশৃঙ্খলার খবর পেয়ে তিনি ফিরে আসেন বলেও জানিয়েছেন।

****

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মেসির অনুষ্ঠানে গোলমাল এর ঘটনায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন। এক ভিডিও বার্তায় তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেস মানে বিশৃঙ্খলা এবং মৎস্যন্যায়। মেসির মতো আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়ের কলকাতায় আসা বাংলার জন্য গর্বের বিষয় হওয়া উচিত ছিল। তবে তৃণমূল কংগ্রেস এই অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিয়ে বিষয়টিকে পুরোপুরি বিশৃঙ্খলায় পরিণত করেছে।

****

২০০১ সালে ১৩ ডিসেম্বর সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত নিরাপত্তারক্ষী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশে আজ গোটা জাতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছে।

সমাজমাধ্যমের এক বার্তায় তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, দেশের প্রতি তাঁদের অবদান, আত্মত্যাগের প্রতি সমগ্র জাতি কৃতজ্ঞ। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াইয়ের কথাও তুলে ধরেন শ্রীমতী মুর্মু।

উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি পি রাধাকৃষ্ণাণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, জিতেন্দ্র সিং, কিরেন রিজিজু, অর্জুন রাম মেঘওয়াল সংসদ ভবনে শহীদদের উদ্দেশে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী সহ অন্যান্য সাংসদরাও উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান ২০০১-এ সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। সমাজমাধ্যমের এক বার্তায় শ্রী শাহ নিহত নিরাপত্তারক্ষীদের শৌর্য, বীরত্বের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই অবদানের জন্য সারাদেশ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, তাঁদের সাহস, সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কর্তব্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা গোটা দেশের চেতনায় উজ্জীবিত থাকবে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে। বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেন, তাঁদের এই ত্যাগ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের দৃঢ় অবস্থানের পরিচয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডঃ এল মুরুগান বলেছেন, নিহতদের আত্মত্যাগ দেশের গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্বকেই তুলে ধরে।

****

ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী-SIR-এর এনিউমারেশন পর্বের শেষে ৫৮ লক্ষের বেশি ফর্ম অসংগ্রহযোগ্য বা আন-কালেক্টেবল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গতকাল দুপুর ১২টা পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে ৫৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৫১টি এনিউমারেশন ফর্ম অসংগ্রহযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী এই সমস্ত ভোটারের নাম খসড়া ভোটার তালিকা থেকে প্রাথমিকভাবে বাদ যাবে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, SIR পর্বে এখনো পর্যন্ত ৯২ দশমিক ৪/১ শতাংশ ভোটারের এনিউমারেশন ফর্ম ডিজিটাইজ হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে রাজ্যের বেশিরভাগ জেলাই ভালো অগ্রগতি দেখিয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, দক্ষিণ দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে ডিজিটাইজ ফর্মের হার ৯৩ থেকে ৯৬ শতাংশের মধ্যে। তবে উদ্বেগের বিষয় কলকাতা মহানগর। উত্তর কলকাতায় মাত্র ৭৪.০/৭ শতাংশ এবং দক্ষিণ কলকাতায় ৭৬.১/৭ শতাংশ ফর্ম ডিজিটাইজ হয়েছে। তবে হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমান, কলকাতা ও তার আশপাশের শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে গতি কম। নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অঞ্চলগুলিতে ফর্ম সংগ্রহে নাগরিক অসহযোগিতা, পরিকাঠামোগত সমস্যা এবং প্রযুক্তিগত জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

****

ভোটার তালিকায় বিশেষ সংশোধনী বা SIR প্রক্রিয়ায় Enumeration পর্ব শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশন BLO ও অন্যান্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিরাপত্তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যের ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার প্রেক্ষিতে BLO ও অন্যান্য নির্বাচনী কর্মীদের ওপর হিংসাত্মক যেকোনো ঘটনাকে কমিশন অত্যন্ত গুরুতর ভাবে দেখছে এবং এব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এব্যাপারে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালকে পাঠানো এক চিঠিতে বলা

হয়েছে, রাজ্যের যেকোন প্রান্তে এমন প্রতিটি ঘটনায় অবিলম্বে FIR নথিভুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

****

১৫ই ডিসেম্বর থেকে বিকেল ৫-১০ মিনিটের সংবাদের সময় ৫ মিনিট বেড়ে ১০ মিনিটের হচ্ছে। একইসঙ্গে গ্রামাঞ্চলের খবর আরও বেশী করে শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দিতে ওইদিন থেকে বেলা ১২-৩০ এবং সন্ধ্যা ৬-৩৫ মিনিটের গ্রামীণ সংবাদের সময়সীমা ৩ মিনিটের বদলে ৫ মিনিটের হবে।

****

নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে আরও সময় চাইল শিক্ষা দফতর। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের মামলায়, সুপ্রিমকোর্টের বেঁধে দেওয়া সময় ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। সেজন্যই, শীর্ষ আদালতে এই আবেদন জানিয়েছে শিক্ষা দফতর।

নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি শিক্ষাকর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আরো কয়েক মাস সময় লাগবে। সেজন্য, অন্তত ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর অথবা নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হোক।

উল্লেখ্য, সুপ্রিমকোর্ট গত ৩ এপ্রিল ২৬ হাজার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা দফতরকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন পরীক্ষা নিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছিল।

****

রাজ্যের শহরাঞ্চলেও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের মাথার উপর পাকা ছাদের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগ বাড়াল সরকার। গ্রামাঞ্চলের পাশাপাশি এবার রাজ্যের সমস্ত পুরসভা এলাকাজুড়ে চলবে এই আবাস কর্মসূচি। আরও দেড় লক্ষ বাড়ি নির্মাণে আর্থিক সহায়তা দিতে একযোগে প্রক্রিয়া শুরু করতে চলেছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীন স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সুডা)।

শহুরে আবাস যোজনার অধীনে ইতিমধ্যে তিন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার বাড়ি তৈরি হয়ে গিয়েছে। নির্মাণাধীন আরও এক লক্ষ চল্লিশ হাজার বাড়ি। এর মধ্যেই নতুন দেড় লক্ষ উপভোক্তা বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় নামছে রাজ্য। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের পর্যায়ে বাছাই ও যাচাই দুটোই হবে আরও কঠোর ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে। আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংযুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট একটি ইউনিফায়েড ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও চালু হচ্ছে। উপভোক্তার মোবাইল নম্বর, আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট—এই তিন তথ্য একসঙ্গে মিলে কিনা তা যাচাই করেই ওটিপি যাচাইকরণ

সম্পন্ন হবে। বাড়ি নির্মাণের জন্য আগে কোনও সরকারি প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন কি না, তাও আধার-ভিত্তিক তথ্য থেকে যাচাই করবে দপ্তর।

****

পোস্তগাছের কাণ্ড ও তার গুঁড়ো সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে বর্ধমান জিআরপি। ধৃত অমিত ভকতের বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা থানার প্রয়াগপুরে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া-ইন্দোর শিপ্রা এক্সপ্রেস বর্ধমান স্টেশনে এলে আরপিএফের গোয়েন্দারা বিভিন্ন বগি ঘিরে ফেলে। ট্রেন থেকে ব্যাগ নিয়ে নামতেই অমিতকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন আরপিএফের গোয়েন্দারা। কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় তাকে আরপিএফ পোস্টে নিয়ে যাওয়া হয়। কলকাতার মাদক নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর অফিসে খবর দেওয়া হয়। সেখান থেকে আধিকারিকরা এসে ব্যাগে তল্লাশি চালালে, প্রায় ১২ কেজি পোস্তগাছের কাণ্ড ও তার গুঁড়ো মেলে বলে। মাদক আইনে ধৃতকে গতকাল বর্ধমানের মাদক আদালতে পেশ করা হলে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

****

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার পুলিশ আজ ৮৯ টি তাজা বোমা উদ্ধার করেছে। গতকাল বেলডাঙার কাজিসাহা এলাকায় বোমাগুলি রাখার খবর পায় পুলিশ। খবর পেয়ে আজ এলাকা থেকে সেগুলি উদ্ধার করার পর, বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করা হয়। এই ঘটনায় কারা যুক্ত তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

****

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহ বনাঞ্চলের এলাকায় হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃতের নাম রামপদ হেমব্রম। ঘটনাটি ঘটেছে বেলশুলিয়া অঞ্চলের কুড়চিডাঙ্গা আস্থাশোল জঙ্গলে। গতকাল গভীর রাতে ওই ব্যক্তি নিজের জমির ফসল দেখতে গিয়েছিলেন। সেই সময় হঠাৎ করেই একটি দলছুট হাতি দৌড়ে আসে। পালানোর সুযোগ না পেয়ে হাতির পায়ে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর।

****